তারিখ ... 17 MAY 2016 ...
পৃ. 20 ... কলাম ... 2 ...

প্রথম আলো

নারায়ণগঞ্জে শিক্ষককে কানে ধরে ওঠবসের ঘটনা তদন্ত হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ও নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ●

স্থানীয় সাংসদ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতিতে নারায়ণগঞ্জের একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে মারধর ও কানে ধরে ওঠবস করানোর ঘটনার তদন্ত হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের নির্দেশের পর এ বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। কমিটিকে তিন কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

এদিকে ঘটনার শিকার ওই শিক্ষক নগরের খানপুরে অবস্থিত ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কিন্তু সেখানে তিন পুলিশ সদস্য ছাড়াও কয়েক ব্যক্তি পাহারা দিচ্ছেন। প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে গণমাধ্যমের কর্মীরা কথা বলতে গেলে ওই ব্যক্তিরা তা পর্যবেক্ষণ করেন ও মুঠোফোনে ধারণ করেন। গতকাল বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেল এই সংবাদ প্রচার করে। কিন্তু বিকেল থেকে সংবাদ শুরু হলেই ডিশের সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।

গতকাল সোমবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের কাছে মাউশিকে ঘটনাটি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, এ ঘটনায় তিনি মর্মাহত ও অত্যন্ত দুঃখিত। কেউ দোষ করলে নিয়মনীতি অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। কিন্তু একজন শিক্ষকের সঙ্গে এ ধরনের অসম্মানজনক আচরণ কাম্য হতে পারে না। মাউশিকে ওই শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলার জন্য বলা হয়েছে, যাতে ওই শিক্ষক মানসিকভাবে ভেঙে না পড়েন।

এরপর সন্ধ্যায় মাউশির মহাপরিচালক ফাহিমা খাতুন *প্রথম আলোকে* তদন্ত কমিটি গঠনের কথা জানান। মাউশির ঢাকা অঞ্চলের পরিচালককে প্রধান করে দুই সদস্যের এই কমিটি গঠন করা হয়। তিনি বলেন, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সমস্যাটি আলাদাভাবে তদন্ত করে দেখার জন্য ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে বলা হয়েছে।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, শ্রেণিকক্ষে 'ধর্মীয় কটূক্তির' অভিযোগে গত শুক্রবার নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে স্থানীয় সাংসদ (জাতীয় পার্টি) এ কে এম সেলিম ওসমান ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতিতে মারধর ও কান ধরে ওঠবস করানোর ঘটনা ঘটে। তবে প্রধান শিক্ষকের অভিযোগ, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির দ্বন্দ্বের জেরে পরিকল্পিতভাবে এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

এ ঘটনার খবর বিভিন্ন পত্রপত্রিকার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা চলছে। অবশ্য এ বিষয়ে সাংসদ সেলিম ওসমান সাংবাদিকদের বলেছেন, থানার বিপুলসংখ্যক পুলিশ, উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউএনও ঘটনাস্থলে গিয়ে উত্তেজিত লোকজনকে শান্ত করতে ব্যর্থ হন। পরে খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রধান শিক্ষককে উত্তেজিত জনরোষ থেকে প্রাণে রক্ষা করে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। আর এলাকার লোকজনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৪

ঘটনা তদন্ত হচ্ছে

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রধান শিক্ষক স্বেচ্ছায় মাফ চেয়েছেন, কানে ধরেছেন।

অন্যদিকে নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার খন্দকার মহিদ উদ্দিন গতকাল ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, এটি বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির অভ্যন্তরীণ বিষয়। পুলিশ সেখানে গিয়েছিল, যাতে আমলযোগ্য অপরাধ না হয়।

সমালোচনা : এ দিকে এ ঘটনায় বিভিন্ন মহলে সমালোচনা শুরু হয়েছে। গতকাল নারায়ণগঞ্জের সুশীল সমাজের নেতারা হাসপাতালে গিয়ে ওই শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানান। এ সময় শিক্ষক শ্যামল চন্দ্র ভক্ত ওই দিনের ঘটনায় তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার বলে সুশীল সমাজের নেতাদের কাছে অভিযোগ করেন। পাশাপাশি তিনি ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি মাহবুবুর রহমান, সন্ত্রাস নির্মূল ত্বকী মঞ্চের আহ্বায়ক রফিউর রাব্বি, নারায়ণগঞ্জ নাগরিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহমান, কমিউনিস্ট পার্টির জেলা সভাপতি হাফিজুল ইসলাম প্রমুখ। নেতারা পরে সাংবাদিকদের কাছে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান।

গত শুক্রবার প্রধান শিক্ষককে লাঞ্ছিত করার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আ খ ম নুরুল আলম। তাঁর উপস্থিতিতেই শিক্ষককে কান ধরে ওঠ-বস করানো হয়। কিন্তু স্থানীয় উপজেলা প্রশাসন তাঁর নেতৃত্বেই তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। এই ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে স্থানীয় বিভিন্ন মহলে।